Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.97-103
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

China Exists, Where is the People's Republic?

Joyprokash Mondal
Assistant Professor, Department of Political Science, Bangabasi Evening College Kolkata, West Bengal, India

Abstract:

History proves that once, China maintained policies that kept the economy very poor, stagnant, centrally controlled, vastly inefficient, and relatively isolated from the global economy. In fact, the People's Republic of China faces vast challenges. The Chinese think long-term to overcome the bad situation. Even the Chinese leaders are played the role like knowledgeable technocrats. The Chinese Communists have started to transcend the vagaries of democracy. But most remarkable is current president Xi Jinping among others in comparison. Is he brand ambassador for future china or not? This question is raised because many thinkers remarks that china exist but there does have no people's republic. Now this paper deals with the following objectives: i) to find out, how does Jinping thought uncommon rather than past china state leaders; ii) to discuss some planning of present china, and iii) try to find future orientation of china in international scenario.

Key words: People's Republic of China, Xi Jinping Thought, international scenario, planning of present China, Chinese Communist.

১৯৪৯ সালে লং মার্চ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মাও জে দং যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সূচনা করেছিলেন, ২০১৯ সালে সেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সত্তর বছর পূর্তি উদযাপিত হয়েছে, সেই ধনাঢ্য ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ১লা অক্টোবর পার্টি প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বার্তা দিলেন- 'গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অগ্রগামী অভিমুখকে বিশ্বের কোনো শক্তি ব্যাহত করতে পারবে না।' তখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, শি জিনপিং কোন চীনের কথা বলছেন? কিংবা চীনের কোন অভিমুখকে তিনি নির্দেশ করতে চাইছেন। নাকি নতুন কোনো চৈনিক মডেল তাঁর হাত ধরে বিশ্ব পদযাত্রা শুরু করছে (অমিত, ২০১৯) । কারণ ইতিপূর্বে মাও জে দং থেকে শুরু করে দেং জিয়াও পিং, এমনকি জিয়াং জেমিন পর্যন্ত সবাই চীনা সমাজতন্ত্রে নানান মডেলে পরিমার্জন, পরিবর্ধনের পথে হেঁটেছেন।

জিন পিঙের পজিটিভ হিউরিস্টিক্স: ১৯৮৯ সাল থেকে স্যুটেড-বুটেড জিনপিং ২০১২ সালে পার্টি চেয়ারম্যানের পদে এলেন। তিনি পুরোদস্তুর যে কমিউনিষ্ট মার্কা সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং চীনা রাষ্ট্রকাঠামো আদ্যপ্রান্ত যে সেই সমাজের ফলোয়ার, তা কিন্তু নয়। বরং তিনি ১) চীনা ভাবধারা ও ঐতিহ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের বিকাশ নীতি গ্রহণ করেছেন; ২) এই সমাজতন্ত্র পুরোপুরি মার্কসীয় দর্শনকে নিজের মত গড়ে নিচ্ছে; ৩) সত্তরের দশকের অন্তিম পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বাজার অর্থনীতি মিশিয়ে দিলে খানিকটা কনফুসীয় দর্শনের ছাঁচ তৈরি হয়, সেই চৈনিক মডেল অব্যাহত রাখা এবং ৪) সংস্কারের

প্রয়োজন আছে বৈকি, এমনই একটি ভঙ্গিমায় পার্টি চেয়ারম্যানের পদকে লাইফ টাইম ক'রে নেওয়ার ছক ভাঙা নতুন সমাজতান্ত্রিক ভঙ্গি সারা বিশ্ব দেখল(অমিত,২০১৯; BBC News, 2018)।

জিন পিঙের নেগেটিভ হিউরিস্টিক্স রসায়ণ: সংস্কার মানে এই নয়, ১)বহুদলীয় গণতন্ত্র ঢুকিয়ে সমাজতন্ত্রের এককেন্দ্রিক আস্বাদনের মধ্যে সমাজতন্ত্রের স্বাদের পরীক্ষা-নীরিক্ষা করবে, তা কিন্তু কোনো মতেই নয়। কারণ, বহুদলীয় গণতন্ত্র কি ক'রে সমাজতন্ত্রকে ঠুনকো করে দেয় এবং সমাজতন্ত্রের মাথায় কাঁঠাল রেখে টুকটাক কোয়া খেতে খেতে অবশেষে মাথায় চড়ে বসে, আর সমাজতন্ত্র তার ফলে কি করে মৃত্যুর দিন গুনে, তার পাঠ শি জিনপিং ভালোভাবে নিয়েছেন। যেমনটি ঘটেছিল পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন রাশিয়ায়। ২) চীনা ছাত্রদের চাপের মুখে কোনো গণতন্ত্র নয়। ৩) চৈনিক সমাজতান্ত্রিক সমাজে বহুদলীয় গণতন্ত্র কতটুকু গ্রহণযোগ্য হতে পারে, অথবা তা আদৌ সেখানে প্রযোজ্য হতে পারে কিনা - তা নিয়ে কোনো পরীক্ষা-নীরিক্ষার পথে হাঁটা নয়(কামাসেলা, ২০২১)।

মাওফিকেশন: চীনা সমাজতন্ত্রের প্রতিভূকে নিয়ে মানুষের সেন্টিমেন্টের পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা যেতে পারে। তাই ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চেয়ারম্যান চীনা পলিটব্যুরোর সাতজন সদস্য নিয়ে তিয়ানানমেনের জাদুঘরে প্রতিষ্ঠিত মাও জে দং-এর মাওসোলিয়াম পরিদর্শনে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে মানুষের সাইকোলজিকে ঝালিয়ে নিলেন। কারণ এই প্রথম কোনো চীনা প্রেসিডেন্ট মাওসোলিয়ামে পা রাখলেন। এবং জিনপিং স্টাইলে জীবনে প্রথমবার বিখ্যাত 'মাও পোশাক' পরে মাওফিকেশনের সুড়সুড়ি দিলেন(অমিত,২০১৯)। অর্থাৎ চীনা সমাজতন্ত্রের অভিনবত্ব হল, এই সমাজতন্ত্র পুরোপুরি মার্ক্সীয় দর্শন অনুসরণ করবে না। চীনা ভাবধারা ও ঐতিহ্যকে বজায় রেখে সমাজতন্ত্রের বিকাশের যে নীতি চীন গ্রহণ করেছে, তার গতিপথ অব্যাহত থাকবে। এটিই হল সমাজতন্ত্রের চৈনিক মডেল (দত্তগুপ্ত, ২০১৬)। সুতরাং মাও থেকে দেং জিয়াওপিং হয়ে শি জিনপিং চৈনিক মডেলের কমিউনিজমকে কঠিন দায়িত্বে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। শুধু মাঝখান থেকে গণতন্ত্রের অনুভবী জিয়াং জেমিন হারিয়ে গেলেন। তিনি যে চীনা মোটিভেশনকে চলতি বিশ্বব্যবস্থায় আত্মস্থ করতে পারেননি, তা বারংবার প্রমাণ করে দিতে চাইছেন তার জুনিয়র উত্তরসূরি শি জিনপিং।

অর্থোডক্স চীন: আরও আগামী দিনে চীন কি তার বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকাঠামো নিয়ে টিকে থাকতে পারবে? চীনের আগামী দিনের রাজনীতি কোন পথে যেতে পারে? চীন যে পথে তার অর্থনৈতিক প্রতুলতা এনেছে, তা কি ধরে রাখতে পারবে? এবং বিশ্বের একক শক্তিতে পরিণত হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একশো বছরের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অর্থাৎ ২০৪৯ সালে নানান আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হবে। এবং তার পথ, প্ররোচনা, প্রবৃত্তি, প্রলুব্ধতা, সমাজতন্ত্রের মেকি, অ-মেকি অভিমুখ, অভিযোজন, জনমত, রাষ্ট্রমত, প্রকৃত সমাজতন্ত্র, প্র্যাক্টিসিং সমাজতন্ত্র, মাওবাদ না মার্কসবাদ প্রভৃতি নানান ইন্ডিকেটর নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক থাকবে সেই সময়(মণ্ডল, ২০২০)। কিন্তু এখন চীনের এই অভিমুখ উপরিউক্ত প্রশ্নের নীরিখে বিশ্বের কোন পথে এবং কতটা প্রযোজ্য, তা তো একেবারেই এই সময়ের হাইপোথিসিস। অবশ্য তার একটি আভাস আগাম পাওয়া যাচ্ছে বৈকি। চৈনিক মডেল যে একটি অর্থোডক্স মডেল হয়ে উঠতে চাইছে এবং তার দায়িত্ব যে নিশ্চিন্তে কারোর হাতে সহজে ছাড়া যায় না, এমনকি যোগ্য হিসাবে কোন্ ভবিষ্যৎ চিনা-ম্যানকে ভরসা করা যাবে, যিনি এই চৈনিক মডেলকে না ভেঙে, বরং আরো পরিণত ক'রে তার রথের দিগ্বিজয়ী অভিমুখে চীনা অশ্বমেধের লাগাম নির্লিপ্ত শপথে সংশয়হীনভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবে, তার জন্য সমাজতন্ত্রের নেতৃত্ব নির্বাচনের ঐতিহ্যগত কাঠামোটি নির্দ্বিধায় ভেঙে চৈনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুতসই রাখতে কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যানের পদটি শি জিনপিং-এর জন্য লাইফ টাইম হয়ে গেল (BBC News, 2018)। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যোগ্য নেতৃত্বের অনুসন্ধান তথা

এই সময়ের চোখে যোগ্য চিনা-ম্যানের অভাব, চিনা কমিউনিজমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এককেন্দ্রিক চীনা মডেল ১৫০ কোটির চীনাদের সামনে সাজিয়ে দেওয়া হল। তা জনমতে হল কিনা বলা খুব মুশকিল। কিন্তু রাষ্ট্র তথা ব্যুরো বা ব্যক্তিমতে যে হয়েছে, তার জন্য প্রমাণ খোঁজার দরকার হবে না।

চীনা জাতিসত্তার ইতিহাস-ভূগোল: মূলত বিষয়টি হল, গণচীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হল হান জাতি, এছাড়া রয়েছে আরও পঞ্চান্নটি সংখ্যালঘু জাতি-উপজাতি। এর সবচেয়ে বড়ো উদ্বেগের বিষয়টি হচ্ছে, এর ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ও জাতিগত মিশ্র গঠন। যেখানে দেশটিকে সরাসরি দক্ষিণ এশিয়া থেকে সেন্ট্রাল এশিয়া, উত্তর এশিয়া, পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে সরাসরি ১৪ টি দেশের সঙ্গে বর্ডার শেয়ার করতে হচ্ছে। আবার সামান্য জলপথে আরো তিনটি দেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হয়। ফলে, চীনের এই অবস্থানকে সাধারণ মানুষ যতটা না চীন বলে চেনে, হয়তো বা দেশটির নাম চীন তার সাধারণ নাগরিকরা অনেকেই জানেই না। কিন্তু তারা সবাই তাদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ম্যান্ডারিনে জানে দেশটি হল চুংকুও। যেমন অনেক গ্রামীণ ভারতবাসী জানেনা, তাদের দেশটির নাম ইন্ডিয়া। সুতরাং এই ধরণের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এবং বহু জাতিভিত্তিক গঠনতন্ত্রে দেশটি বৃহত্তর সংঘাতের ক্রস ফায়ারে কোনো ভাবে পড়তে চাইবে না, সেটাই স্বাভাবিক(মণ্ডল, ২০২০)। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের গবেষণায় দেখা যায়, তাঁদের বেশির ভাগ গেম চেঞ্জিং ধারণা তাঁদের ক্ষমতায় আসার আগে তৈরি হয় এবং প্রায়শই তাঁদের নির্দিষ্ট অতীত অভিজ্ঞতার মুলে থাকে, যা তাঁদের পরবর্তী আচরণে এমন বিশ্বাস যোগ্য ব্যাখ্যামূলক শক্তি নির্মাণ করে , যেটি প্রায়শই অতীত ভঙ্গি থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে (Singh, 2022, p.153)। জিনপিং তেমন বিস্তারিত গবেষণা নিয়েই চীনা সংস্কৃতির খোল-নলচে পুনঃ নির্মাণে শ্যেন দৃষ্টি দিলেন।

চীনা পররাষ্ট্রনীতির নয়া প্যাটার্ন: ফলে তার পররাষ্ট্র নীতিতে কৌশলগত প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের ইতিবাচক ভারসাম্যের খেলা খেলতে চাইবে। কিন্তু প্রচলিত আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে প্যাটার্ন, ওয়াল্ড অর্ডারের যে অভিগমন, বিশ্বায়নিক নীতির যে স্ট্রাকচারাল ফ্যাক্টর, সেগুলিকে যেমন কোনো আইডিওলজি দিয়ে আজকের দিনে রোধ করা যাবে না, আবার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলে দেশের আভ্যন্তরীণ অবকাঠামোকে যে ধ্বসিয়ে দেবে, তা চীনা নেতৃত্বরা ভালোমতই জানেন। ফলে একদিকে আন্তর্জাতিক ফরম্যাল আবওহাওয়াকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা না করে, আবার তার আকর্ষণে পুরোপুরি হামলে না পড়ে, কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক নীতির প্রতিফলন দিয়ে আন্তর্জাতিক পয়েন্টগুলো যাতে বাইপাস করা যায়, তা চীনের লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে। তাই ধাপে ধাপে অর্থনীতির খাপগুলি খুলছে। এর জন্য অবশ্য যেমন জরুরী শক্তিধর অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা এবং তুলনামূলক সমান্তরাল লাইন প্রতিষ্ঠা করতে পারলে যে বিশ্বের একমুখী ঝোঁকের সামনে অন্য একটি বিকল্প আয়না দেখিয়ে কখনো কখনো থমকিয়ে রাখা যায়, সেই পথে চীনের অনেক বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাই চীনা সমাজতন্ত্র পশ্চিমী গণতন্ত্রের মডেলের ধার কাছ মাড়ায় না, এমনকি রাশিয়ার মডেল ফলো করার চেয়ে শি জিনপিং-এর লাইফ টাইম মৌরসি পাট্টা অনেক বেশি প্রযোজ্য বা বলা ভালো, বৈধ ব'লে কমিউনিষ্ট পার্টি মেনে নিয়েছে। যা বর্তমান চীনা রাষ্ট্র কাঠামোয় 'আরও স্বয়ং সম্পূর্ণতা' বলে ভাবা হচ্ছে (BBC News, 2018)।

আন্তঃচীন নীতি: বস্তুত, এই গণচীনের আভ্যন্তরীণ গণকাঠামো একদিকে যেমন বজায় রাখা এবং তেমনি অন্যদিকে চুংকুও-র আন্তর্জাতিক অভিলাষকে 'পিভট' রূপে প্রতিষ্ঠা করতে নেতৃত্বের আন্তর্জাতিক কৌশল ও গেমগুলি পর্যালোচনা করা জরুরী। গণচীনের এই অভিমুখ ছোটো ছোটো পদক্ষেপে খুব সন্তর্পণে শুরু হয়েছে। যেমন, যে সমাজতান্ত্রিক ধারণা চীন ধারণ করেছিল, তার প্রক্রিয়ায় 'এক চীন দুই নীতি' ফোকাস করে হংকং ও ম্যাকাওকে মূল ভূখন্ডের সঙ্গে সংযুক্তির পথে কাজ করানো, আবার 'ওয়ান নেশন টু স্টেট' কি ক'রে হতে পারে, সেই প্রশ্ন জারি ক'রে তাইওয়ানকে চীনা ভূখন্ডের সাথে এক করার প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে

হংকং-এর গণবিক্ষোভ কিংবা তাইওয়ানের স্বায়ত্তশাসনের ওপর প্রত্যাঘাত যাই ঘটুক না কেন, কুছ পরোয়া নেহি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্তি দিবসে জিনপিং তো প্রায় তারই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির দায়িত্ব নিয়ে যে জিনপিং এতদিনের 'লাওগাই সিস্টেম' অর্থাৎ শ্রমিক পুনর্শিখনের নীতি তুলে দিতে পারেন, তিনি যে যেন-তেন প্রকারে এবং ওভার টাইম দিয়ে পন্য উৎপাদন ক'রে ডাঁই করতে চাইছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না(অমিত,২০১৯)। অর্থাৎ মানেটা দাঁড়ালো, চীনা গুদাম থেকে বিশ্বায়নের রেলে চাপিয়ে চীনা পণ্যকে পৃথিবীর কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দাও। এই চীনের প্রতি তখনও অবধি কারোর সে অর্থে নজর তো ছিলনা, ফলে মাথাব্যাথা আর হবে কোত্থেকে।

জিন পিং স্ট্র্যাটেজি: অন্তত ভারতের মাথাব্যাথা শুরু হল ২০১৩ সালে। যখন কাজাকাস্তান সফরে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বা বি.আর.আই পরিকল্পনা শি জিনপিং খোলসা করলেন। এক্ষেত্রে চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উত্তর মালেশিয়া-থাইল্যান্ড থেকে চীনের উপর দিয়ে পাকিস্তান হয়ে সমগ্র সেন্ট্রাল এশিয়ার মধ্য দিয়ে ইউরোপকে সংযুক্ত করবে, যেটি আসলে বিশ্বের অন্তত ৬৫টি রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করতে চাইছে(রেহমান, ২০২০;)। এতদিন পর্যন্ত বিশ্বায়নের দৌলতে আমেরিকার সড়ক যোগাযোগ বিশ্বের বৃহত্তম ছিল। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কপালে ভাঁজ, - জিনপিং-এর চীন কোন পথে? পরিকল্পনা এখানে শেষ নয়, সমুদ্র পথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণ মালেশিয়া থেকে শুরু ক'রে আফ্রিকার উপর দিয়ে ইউরোপকে স্পর্শ করবে। বস্তুত' এটি আসলে প্রাচীন চীনা সিল্ক রুটের আধুনিক সংস্করণ। তার জন্য চীন বি.আর.আই অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির অবকাঠামো খাতে ঋণ দিতে প্রস্তুত। উল্লেখ্য যে, এই চীনা নীতি সফল হলে সাড়ে সাতশো কোটির পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ সরাসরি চীনের নজরদারিতে থাকবে(আক্তার, ২০১৯)। সুতরাং ভারত মহাসাগর অঞ্চল এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'পিভট টু এশিয়া' পরিকল্পনায় একেবারেই জল ঢেলে দিল। বরং বলা ভালো, মার্কিনের বিকল্প আয়না দেখিয়ে উন্নত ইউরোপ থেকে উন্নয়নশীল এশিয়া এবং অনুন্নত আফ্রিকাকে কোন-বিকল্প ভালো, বুঝে উঠতে না পারার জুজু খাড়া করতে চাইছে জিনপিং-এর চীন(অমিত,২০১৯)। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর অন্যান্য দেশ দ্বিতীয় ঠান্ডা যুদ্ধে বুদ্ধি সেঁকা শুরু করলো ব'লে।

চৈনিক আভিজাত্য: যে দেশের নাগরিকরা বাড়িতে একটি সেলাই মেশিন থাকলে এক সময় তা নিয়ে গর্ব করত। এমনকি শোনা যায়, ভিয়েতনাম যুদ্ধে চীনের সেনারা নাকি খালি পায়ে যুদ্ধ করেছে, অর্থাৎ যাদের সেনাদের পায়ে বুট জোগানোর সামর্থ ছিল না, ২০২০ সালে তাদের জিডিপি বিশ্ব তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে। কিন্তু ক্রয় ক্ষমতায় বিশ্বে সবার শীর্ষে। যারা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি নিয়ে শিল্পের বালাই ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, আজ সেই কৃষিভিত্তিক সমাজের উৎপাদন ও অর্থনীতিকে বিশ্ব উৎপাদন কারখানায় রূপ দিয়েছে। পঞ্চাশের দশকে যাদের মাথাপিছু আয় নিয়ে ইউনেস্কো থেকে শুরু করে ইউনিসেফ, এমনকি আইএলও পর্যন্ত আক্ষেপের সুর শোনাতো, সেই গণচীন এখন মানুষকে বি.পি.এল তালিকা থেকে বের করে আনতে পেরেছে। এই চীনের অর্থনীতি এখন দুর্নীতিমুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বাজার অর্থনীতি মিশিয়ে দিয়ে এমন একটি ধাঁচা তুলে এনেছে(কালের কণ্ঠ, ২০২০), যেখানে বিরোধী দল দাঁত ফোটানোর জায়গায় নেই, তো গণতন্ত্র কোন ছার! সুতরাং এই চীন কেবল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্টিং অব পালস-এর রেফারি করছে না, তার আভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের ভূমিকায় মুগ্ধ সামরিক বাহিনীও কমিউনিষ্ট পার্টির একান্ত অনুগত। অতএব ঊনবিংশ শতাব্দী যদি হয় ব্রিটেনীয় শতাব্দী বা প্যাক্স ব্রিটানিকা, আর আমরা জানি বিংশ শতাব্দী তো আমেরিকান সেঞ্চুরি। তাহলে একবিংশ শতাব্দী কি ম্যান্ডারিনে পিংয়িং হতে যাচ্ছে, অর্থাৎ আমরা কি একটি চাইনিজ সেঞ্চুরির জন্য অপেক্ষা করছি?

উহানের ভাইরাস থেকে: কিন্তু এখনো অবধি একবিংশ শতাব্দীর সব তরজা ও তর্ক স্তব্ধ করে দিয়েছে নোবেল করোণা। এখন সকল রাষ্ট্রিক এবং আন্তর্জাতিক ফোকাস একটি ধ্যানবিন্দুতে আটকে গেছে। অবশ্য তা নিয়ে যে চর্চা, সেখানেও অনুমান, অনুসন্ধান, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা নানাভাবে দানা বাঁধছে। কোভিড-১৯ কি প্রকৃতির প্রত্যাঘাত, প্রকৃতির পরিহাস, যেটি চীনের উহান প্রদেশ থেকে ছড়িয়ে পড়ল। নাকি উহান থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হল! বিশ্বায়নের নবলব্ধ নগর সভ্যতার সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রের সংঘাতের প্রতিক্রিয়া নাকি এটি, অথবা বিজ্ঞানযুগের ল্যাবরেটরিতে সীমাহীন পরীক্ষা-নীরিক্ষার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার বিপ্রতীপ সমান্তরাল ফল। এমনই সব অনুমান, অনুসন্ধান, সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। অবশ্য সমস্ত ক্ষোভ-বিক্ষোভ, দোষারোপ দূরে সরিয়ে রেখে মানব সভ্যতা এখন শোক যাপন করে চলেছে।

এখন যদি আমরা বিশ্বের ফিজিক্যাল স্ট্র্যাকচার ভৌগোলিক এসেন্সে পর্যালোচনা করি, তাহলে খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে, চীনের উহান প্রদেশের ঊনত্রিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ থেকে প্রায় সরলরেখা বরাবর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে উত্তর আমেরিকার ঊনত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশকে প্রভাবিত করে আটলান্টিক পেরিয়ে ইউরোপীয় চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন ডিগ্রি অক্ষরেখা বরাবর নোবেল করোণা তার জাল বিস্তার করেছে। এখন তা সারা বিশ্বে উজাড় হয়ে গেছে। কোভিড-১৯ -কে চীনা ভাইরাস বলা হলে জিনপিং-এর গোঁসার শেষ নেই (অমিত,২০১৯)। অথচ অতীত শতাব্দীতে স্থান অনুযায়ী স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জা বললে কোনো দোষ ধরা হয় না বা প্রতিবাদ ওঠেনি। কিন্তু, কোভিড-১৯ -এ চীন স্থান-কাল-পাত্র নিয়ে যেন অতি স্পর্শকাতর। যাইহোক, এই মহামারী এখন আর কোনো ভৌগোলিক অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশে বন্দি নেই। মূলত বিশ্বায়নের নীতিতে ভূখন্ডের বিলয়, মানুষের অভিগমন-নির্গমনের কারণে সারা পৃথিবীতে ছোঁয়াচ হয়ে গেছে। যদি সন্দেহের হাইপোথিসিসে কোভিড-১৯-কে চীনা ল্যাবরেটরির কারিগরী ধরা হয়, তাহলে অক্ষাংশ বরাবর উন্নত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে চীনের একেবারে অভিনব প্যাটার্নের স্টিং অব পালস কি না, সেই ভাবনা নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের তো ঘুম ছুটে গিয়েছিল। এমনকি, ইউরোপীয় বহু রাষ্ট্র ট্রাম্পের সঙ্গে যে সহমত প্রকাশ করবেনা, তা আর কে বলতে পারে।

ভেসে যাচ্ছে সমাজতন্ত্র: সর্বোপরি, চীন যেখানে সন্দেহ তৈরি করেছে। প্রথমত, তার একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে উহান প্রদেশে ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার পর ডানদিকের অন্যান্য রাষ্ট্রে পাড়ি দিল, কিন্তু চীনের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে তার লেশমাত্র নেই; দ্বিতীয়ত, এক্ষেত্রে চীন সম্পর্কে রয়েছে নানান ভাবে তথ্য গোপনের অভিযোগ; তৃতীয়ত, চীনা ডাক্তার থেকে সাংবাদিক কারোর কোনো রকম মুখ খোলার স্বাধীনতা নেই। এমনকি, তাঁদের অনেকের গায়েব হয়ে যাওয়ার খবর আসছে; চতুর্থত, ভারত সহ অন্যান্য দেশে যে সকল টেস্ট-কীট সরাবরাহ করেছে, তার রেজাল্ট যথেষ্ট ভ্রান্তিমূলক; পঞ্চমত, এই মূহুর্তে বিশ্বের প্রতি যতটা না চীনা সহযোগিতার মনোভাব দেখা যাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি বারগেনিং বাণিজ্যিক মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে এই অসহায় সময়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শোকাচ্ছন্ন বিধ্বস্ত ইতালির সঙ্গে তার যে ব্যবহার দেখা গেল; ষষ্ঠত, এই মুহূর্তে সারা বিশ্ব যেখানে প্রায় শূন্য শতাংশ অর্থনীতিতে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সেখানে চীনের শেয়ার কানেক্টেভিটি তার পরিকল্পিত ইকোনমিক করিডর চাঙ্গা করে চলেছে। যা পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রকে ডেট ফাইন্যান্সিং-এ ঢুকিয়ে দিতে চলেছে; সপ্তমত, 'এক অঞ্চল এক পথে'র কৌশল, যেটি চীনা আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দেখে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, পুনরুত্থানের সেই চীনা স্বপ্ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ করতে করোণার চীনা ড্রাগনের জন্ম হতে পারে ব'লে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেন; অষ্টমত, গণচীনের পূর্তি অনুষ্ঠানে সারাদিনের প্যারেডে জিনপিং-এর উপস্থিতি পনোরো হাজার সেনা, দেড়শো ফাইটার জেট, ছয়শো ট্যাঙ্কার ও সাঁজোয়া যানের মহড়ায় জনসমক্ষে দেখানো হয়। ইতিপূর্বে এই চীনকে বিশ্ব কেন, চীনা জাতির কেউ দেখেনি। তার সব গোপনীয়তাই এইভাবে প্রকাশ্যে এনে জিনপিং সেদিন কোন বার্তা দিতে চেয়েছিল (রেহমান, ২০২০), সেটিও কিন্তু এই সময়ের পর্যালোচনায় লাগু হচ্ছে ; নবমত,

বিংশ শতাব্দীর যে চীনারা বিদেশ ভ্রমণের কথা কল্পনা করতেন না, সেই জাতি এখন প্রতিঘন্টায় প্রায় বিশ হাজার বার বিদেশ ভ্রমণে যায়। তাহলে কি জিনপিং-এর চীন সারা বিশ্বে পরিকল্পিত নজরদারীর নীল-নক্সা প্রস্তুত করে চলেছিল (কালের কণ্ঠ, ২০২০); দশমত, ইতিমধ্যে চীনের ধ্যান শুরু হয়ে গেছে তার কারেন্সি রেনমিনবি বা ইয়ান বা ইউয়ান নিয়ে, এই ২০২০, মে মাসে চীন তার আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজার শুরু করল ইউয়ানের দরে, সেখানে ডলারের কোনো নাম-উচ্চারণ নেই। অথচ ডলার সঞ্চয়ে চীন বিশ্বে প্রথম স্থানে দাঁড়িয়ে। তাহলে ডলার সাম্রাজ্যে টেক্কা দিয়ে কি ইউয়ান 'সাম-রাজ্য' শুরু হয়ে গেল।

অভিমুখ: ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পর মার্ক্সীয় মডেলের অনিবার্য বিজ্ঞান যেভাবে ধাক্কা খেলো এবং তার সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের পরমকারণবাদ কিছুটা হলেও খেই হারিয়ে ফেলে। ফলে সমাজতন্ত্রে টিকে থাকার নয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা আশু প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। যাইহোক, বর্তমানে বিশ্বে চীন, কিউবা, লাওস, উত্তর কোরিয়া ভিয়েতনাম প্রভৃতি পাঁচটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিদ্যমান। অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে মতাদর্শ গ্রহণ না করলেও বেলারুশ ও ভেনেজুয়েলা অনেকাংশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই। আবার লাওস, উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েতনাম ভৌগোলিক রাজনীতিতে চীনের সীমান্ত লাগোয়া। বলা চলে দেশ তিনটি চীন প্রভাবিত সমাজতান্ত্রিক শিবিরে বিশ্বাসী। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের দুই দশক পর পুঁজিবাদকে আলিঙ্গন করে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসেছে চীনা ধরনের 'সমাজতন্ত্র-২' (চৈনিক মডেলের দ্বিতীয় সমাজতন্ত্র)। বর্তমান বিশ্বে সেই সমাজতন্ত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছে চীন। দেশটি বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। সুতরাং আগামী বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ কি তাদের হাতেই? চীনা কর্তৃত্ববাদের প্রসঙ্গ এলে সবার আগে আসবে উচ্চপ্রযুক্তি এবং নজরদারিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটা ব্যবস্থার ছবি। 'সমাজতন্ত্র-২' –এ জনগণের ওপর পুরো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার (কামাসেলা, ২০২১)। তাই সম্প্রতি শোনা গেল যে, শি জিনপিং গৃহবন্দী, কিন্তু কোন এক জাদু ব'লে পুনরায় চীনা মসনদে। রক্তপাতহীন এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় প্রতিটি ব্যক্তি যেন একদলীয় বিধিবিধানের ওপর অনুগত থাকে। সামরিক নজরদারি শিল্প এই সম্মতি উৎপাদনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এমনকি, 'সমাজতন্ত্রীয় পুঁজিবাদ' সফল করার মূলমন্ত্র হিসেবে এটিকে অনুশীলন করাও যেতে পারে।

তার পরবর্তীতে চীনের দায়-দায়ীত্ব ও উৎসমুখ নিয়ে জিনপিং কি ধরণের বিল বোর্ড প্রস্তুত করে রাখছে, এছাড়া জিনপিং তার লাইফ টাইমের পরবর্তী টাইম-এ কোন্ চীনা-ম্যানের জন্য কোন্ অভিমুখের এজেণ্ডা প্রস্তুত করে রেখে যেতে পারবে, তা সময় বলবে। একদিকে কোভিড-১৯ সারা বিশ্বকে থমকে দিয়েছে তার মারণ শক্তি দিয়ে। যেখানে মানুষের যাত্রার লড়াই কোথায় গিয়ে থামবে কেউ জানে না, সেখানে চীন কেন প্রতিবেশির সঙ্গে অবিশ্বাস তথা শত্রুতার রাস্তা কোন ভরসায় বেছে নিচ্ছে, কে জানে! এই সময় সে কেন বন্ধু চ্যুত হতে চাইবে! এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের অনুসন্ধানে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

1. "China's Xi allowed to remain 'president for life' as term limits removed", BBC News, 11 March, 2018.
2. Singh, Swaran (2022), "Cultural Revolution and the Making of Xi Jinping" (Chih-Yu-Shih et Al., edited forthcoming book 'Studies of China and Chinesess since the Cultural Revolution'), Singapore: World Scientific, Retrieved from https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02JX82Tks4R54eJ15cStPA24uAYeaTUmC57eYg13kjcDetHubjvF9fePEBiv9xYd1Bl&id=1651864511
3. অমিত, কামরুজ্জামান (২০১৯) "শি জিনপিং: বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তির গল্প", Roarmedia, ৫ ডিসেম্বর, accessed on 1st July, 2020, https://roar.media/bangla/main/world/rise-of-xi-jinping
4. আক্তার, সাইয়েদা (২০১৯), "ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড: একইসাথে ভারত ও চীনকে কিভাবে সামলাবেন শেখ হাসিনা", বিবিসি বাংলা, ঢাকা, ২৩ জানুয়ারি।
5. কামাসেলা, টমাস (২০২১), "চীনের 'দ্বিতীয় সমাজতন্ত্র' কি গণতন্ত্রের বিকল্প হতে যাচ্ছে", প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর।
6. "চীনের কাছে থেকে বিশ্ব কী শিক্ষা নিতে পারে?" কালের কণ্ঠ, ১৬ মার্চ, ২০২০, Accessed on 27th June, 2020 https://www.kalerkantho.com/online/miscellaneous/2020/03/16/886842
7. দত্তগুপ্ত, শোভনলাল (২০১৬), "মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা", কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
8. মণ্ডল, জয়প্রকাশ (২০২০), "পোষ্ট করোণাঃ আগামী দিনে চীন কোন পথে?" আর্থিক লিপি, শিলিগুড়ি, ৯ মে, পৃষ্ঠা নং – ৪।
9. রেহমান, তারেক শামসুর (২০২০), "চীন-ভারত সম্পর্ক কোন পথে", যুগান্তর, ২৮ জুন।